بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ২০শে মার্চ, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ সূর্য গ্রহণ হয়েছে যা এখানে এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও দেখা গেছে। এই গ্রহণের সময় রসূলে করীম (সা.) বিশেষ ভাবে দোয়া, ইস্তেগফার, সদকা-খয়রাত এবং নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতকে যেসব স্থানে গ্রহণ লাগার বা সূর্য গ্রহণ দেখা যাওয়ার সংবাদ ছিল নামাযে কসূফ আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আমরাও এখানে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে নামাযে কসূফ পড়েছি। হাদীস শরীফে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে খোদা তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি বিশেষ নিদর্শন আখ্যা দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমনের নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি বড় অসাধারণ নিদর্শন ছিল চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, যা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব এই দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণের নিদর্শনের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আজকের এই গ্রহণকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার নিদর্শন বলা যাবে না কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে যেভাবে গ্রহণ হয় সে অর্থে এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। এটিকে সুনির্দিষ্ট গ্রহণ আখ্যায়িত করা যেতে পারে না ঠিকই কিন্তু এ গ্রহণ অবশ্যই সেই গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া আজ জুমুআর দিন হিসেবে এই গ্রহণ সেই নিদর্শনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কারণ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথেও জুমুআর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মার্চ মাস হওয়ার সুবাদেও এদিকে দৃষ্টি যায় কেননা, আর তিন দিন পর এ মাসেই অর্থাৎ ২৩শে মার্চ মসীহ্ মওউদ দিবসও বটে। তিনি দাবীও করেছেন এই দিনে। এক কথায় এই মাস, এই দিন এবং এই গ্রহণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে জামাতের ইতিহাসের কথা স্মৃতিপটে জাগ্রত করে। তাই আমি যখন নামাযে কসূফ-এর খুতবার জন্য রেফারেন্সেস বা উদ্ধৃতিসমূহ একত্রিত করি তখন হৃদয়ে এ ভাবনার উদয় হল যে, জুমুআর খুতবাও গ্রহণের প্রেক্ষাপটে প্রদান করা উচিত। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর (আ.) কিছু উদ্ধৃতি বা দু'একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা একইভাবে সাহাবীদের কয়েকটি ঘটনাও উপস্থাপনের কথাও ভাবলাম যারা এই নিদর্শন দেখে জামাতভুক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে উজ্জ্বল করেছেন।

সর্বপ্রথম আমি যেভাবে বলেছি, মহানবী (সা.) যেহেতু এই গ্রহণগুলোকে বিশেষভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন সে কারণে তাঁর জীবদ্দশায় একবার যখন গ্রহণ হয় সেই প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। সেগুলোর একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত আসমা (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, যখন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হয় আমি হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে আসি। আমি দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। আমি বললাম, মানুষের কী হয়েছে যে এখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে? হযরত আয়েশা (রা.) আকাশের দিকে ইঙ্গিত

করেন এবং সুবহানাল্লাহ্ বলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কী কোন নিদর্শন? তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে হ্যাঁ বলেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম আর এক পর্যায়ে আমার চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এত দীর্ঘ নামায পড়িয়েছেন যে আমার বেহুশ হওয়ার উপক্রম হয়। আমি আমার মাথায় পানি ঢালা আরম্ভ করি। মহানবী (সা.) নামায শেষ করে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, ইতোপূর্বে আমি যা কিছু দেখিনি আজকে এ জায়গায় দাঁড়িয়ে সেসবকিছুও দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং অগ্নিও দেখেছি আর আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে, তোমাদেরকে কবরে দাজ্জালের ফিতনা বা অনুরূপ ফিতনা বা নৈরাজ্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে।

এরপর আরও বলেন, তোমাদের এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। এরপর তোমাদের প্রশ্ন করা হবে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে তোমরা কী জান? তখন মু'মিন বা যে বিশ্বাস রাখে, হযরত আসমা (রা.) বলেন, এই দুই শব্দের একটি ব্যবহার হয়েছে। যাহোক, সে বলবে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি আমাদের কাছে নিদর্শনাবলী এবং হিদায়াত নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি এবং ঈমান এনেছি আর তাঁর অনুসরণ করেছি। তাকে বলা হবে তুমি সুখনিদ্রা যাপন কর। আমরা জানি, তুমি অবশ্যই ঈমানদার ছিলে। আর যে ব্যক্তি মুনাফিক বা সন্দেহবাজ হবে সে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলবে, আমি জানি না তিনি কে। আমি মানুষকে তার সম্পর্কে একটি কথা বলতে শুনেছি আর আমিও তাদের কথায় সায় দিয়েছি।

একইভাবে তিনি (সা.) একথাও বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি। কারও জীবন-মৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই আর এই সময় দোয়া এবং ইস্তেগফার করা উচিত।

এখন আমি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, যদিও নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে তবুও মৌলভীদের সত্য গ্রহণের প্রতি কোন মনোযোগ নেই, এটি আমাকে অবাক করে। তারা এটিও দেখে না, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পরাজিত করছেন আর তারা মনে-প্রাণে চায়, কোন ঐশী সাহায্য-সমর্থন তাদের পক্ষে প্রকাশিত হোক। কিন্তু সমর্থনের পরিবর্তে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাদের লাঞ্ছনা এবং ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেদিনগুলোতে জ্যোতিষিদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, এ রমযানে চন্দ্র-সূর্য উভয়টিতে গ্রহণ লাগবে আর মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়েছে যে, এটি প্রতিশ্রুত ইমামের আবির্ভাবের নিদর্শন। তখন মৌলভীদের হৃদয়ে ধড়ফড় শুরু হয়ে যায়, ধর্ম জগতে মাহদী এবং মসীহ্ হওয়ার একমাত্র এ ব্যক্তিই দাবীদার। ধর্মজগতে এক ব্যক্তিই দাবী নিয়ে দন্ডায়মান হয়েছেন। কোথাও মানুষ তাঁর প্রতি আবার আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে। তখন সেই ব্যক্তিকে আড়াল করার জন্য বা এড়িয়ে চলার জন্য অনেকেই প্রধানত এ কথা বলা আরম্ভ করে যে, এ রমযানে আদৌ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে না বরং তখন গ্রহণ লাগবে যখন তাদের ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। কিন্তু রমযান মাসে যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয়ে যায় তখন তারা এই বাহানা বা অজুহাত দেখায় যে, এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হাদীসের শব্দ অনুসারে হয়নি কেননা, হাদীসের শব্দ হলো, চাঁদে গ্রহণ লাগবে প্রথম রাতে আর সূর্য গ্রহণ হবে মধ্যবর্তী তারিখে অথচ এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে ত্রয়োদশতম রাতে আর সূর্য গ্রহণ লেগেছে আটাশতম দিনে। যখন তাদেরকে বুঝানো হলো, হাদীসে মাসের প্রথম তারিখ বুঝানো হয়নি কেননা, প্রথম তারিখের চাঁদকে ক্বমর বলা যেতে পারে না, এর নাম হলো হেলাল। আর হাদীসে হেলাল নয় বরং ক্বমর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হাদীসের অর্থ হলো, চাঁদে গ্রহণ লাগবে গ্রহণের রাতগুলোর প্রথম রাতে অর্থাৎ মাসের ত্রয়োদশতম রাতে আর

সূর্যে গ্রহণ লাগবে মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ আটাশ তারিখে যা গ্রহণের দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিন। তখন নির্বোধ মৌলভীরা এই সঠিক অর্থ শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং বড় অপচেষ্টার মাধ্যমে এই দ্বিতীয় আপত্তি দাঁড় করায় যে, এই হাদীসের রাবীদের বা রিজালদের মাঝে অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের মাঝে এক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নন। যখন তাদেরকে বুঝানো হলো, যেখানে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে সেখানে যেই বিতর্কের ভিত্তি সন্দেহের ওপর তা এই নিশ্চিত ঘটনার মোকাবিলায় যা কিনা হাদীসের সঠিক হওয়ার বিষয়ে এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তা কোন গুরুত্বই রাখে না। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটি সত্যবাদীর উক্তি। আর এখন এই কথা বলা, তিনি সত্যবাদী নন বরং মিথ্যাবাদী এটি প্রাঞ্জল সত্যকে অস্বীকারের নামান্তর। আর আদি থেকে মুহাদ্দিসদের রীতি এটিই চলে আসছে। তারা বলেন, সন্দেহ কখনও নিশ্চিত বিশ্বাসকে প্রতিহত করতে পারে না। ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই এক দাবীকারকের জীবনে পূর্ণতা লাভ করা এ কথার নিশ্চিত স্বাক্ষ্য যে, যার মুখ থেকে সেই শব্দ নিঃসৃত হয়েছে তিনি সত্য বলেছেন। কিন্তু এই কথা বলা যে, তার চাল-চলনে আমাদের সন্দেহ আছে অর্থাৎ দাবীকারকের চাল-চলনে সন্দেহ আছে বা এটি একটি সন্দেহযুক্ত বিষয় আর কোন কোন সময় মিথ্যাবাদীও সত্য বলে থাকে বা বলতে পারে। এছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্যভাবেও সত্য প্রমাণিত হয় আর হানাফীদের কোন কোন জ্যেষ্ঠও এটি লিখেছেন বা উল্লেখ করেছেন। তাই অস্বীকার করা ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের দাবীর পরিপন্থী বরং নিছক হঠধর্মীতা। এই দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেয়ার পর তারা বলতে বাধ্য হয়, হাদীসটি সঠিক আর এ থেকে এটিই বুঝা যায়, অচিরেই ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন কিন্তু এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী নন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা বলা হচ্ছে। বরং তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হবেন যিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তাদের এই উত্তরও নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে কেননা, যদি অন্য কোন ইমাম থাকত তাহলে যেমনটি হাদীসে বলা হয়েছে, সেই ইমামের শতাব্দীর শিরোভাগে আসা উচিত ছিল কিন্তু শতাব্দীরও পনেরো বছর পার হয়ে গেছে অথচ তাদের কোন ইমাম আবির্ভূত হয়নি। এখন তাদের পক্ষ থেকে শেষ উত্তর হলো, এরা কাফির অর্থাৎ আহমদীরা কাফির, তাদের বই-পুস্তক পড়বে না। এদের সাথে মেলা-মেশা করবে না, এদের কথা শুনবে না কেননা তাদের কথা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এটি কত বড় শিক্ষণীয় বিষয় যে, আকাশও এদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও এদের বিরোধী হয়ে গেছে। এটি তাদের কত বড় লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা, একদিকে আকাশ তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিচ্ছে আর অপরদিকে পৃথিবীও ক্রুশীয় প্রাধাণ্যের মাধ্যমে স্বাক্ষ্য প্রদান করছে।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং শত শত মানুষ এটি দেখে আমাদের জামাতভুক্ত হয়েছে। আর এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে আমরা প্রীত হয়েছি আর আমাদের শত্রুরা হয়েছে লাঞ্ছিত। আমরা যখন প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করেছি তখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হোক; আর আরব দেশে এর কোন চিহ্নও থাকবে না —তারা কী কসম খেয়ে বলতে পারে, তাদের হৃদয় এটি পছন্দ করতো? যখন তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী এই নিদর্শন প্রকাশ পেল তখন তাদের হৃদয় অবশ্যই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে এবং তারা নিজেদের লাঞ্ছনাই দেখে থাকবে।

এরপর এখন আমি কয়েকজন সাহাবীর ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এই অধমের গ্রামে প্রথম দিকে মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেব নামের এক ভদ্রলোক ছিলেন। তখন এই অধমের বয়স প্রায় পনের বছর ছিল। এই অধম মৌলভী বদরুদ্দীন সাহেবের সাথে

তার ঘরের সামনে দন্ডায়মান ছিল, তখনই দিনের বেলায় সূর্য গ্রহণ হয়। মৌলভী সাহেব বলেন, সুবহানাল্লাহ্, মাহদী সাহেবের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর আগমনের সময় এসে গেছে। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মৌলভী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, পুণ্য প্রকৃতির ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবছর চেষ্টা করে নিজের পিতা-মাতা এবং স্ত্রীকে আহমদীয়াতভুক্ত করেন।

এরপর লালিয়াঁ নিবাসী হাফিয মুহাম্মদ হায়াত সাহেব তার 'লালিয়াঁয় আহমদীয়াত' নামের এক প্রবন্ধে লিখেন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শনের পরে হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, একইভাবে ১৮৯৪ সনে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার ফলে মানুষের হৃদয়ে এই অনুসন্ধিৎসা জাগে যে, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়েছেন আর কিয়ামত সন্নিকটে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মানুষের হৃদয়ে ভয়-ভীতি বিরাজমান ছিল যে, এখন কী হবে? কিয়ামত এসে গেছে। সে যুগে প্রায়শঃ এসব নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা হতো। যেমন হাফিয মুহাম্মদ লক্ষ্ণুকে তার 'আহওয়ালুল আখেরা' গ্রন্থে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর কথা তার পাঞ্জাবী কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন। অনুরূপভাবে লালিয়াঁর এক পীর এবং সূফী কবি মিঞাঁ মুহাম্মদ সিদ্দীক লালী সাহেবও এই নিদর্শনগুলোর কথা তার এক কবিতায় উল্লেখ করেন। এসব নিদর্শন সম্পর্কে এতে লিখা আছে যে,

ত্রয়োদশতম রাতে চাঁদে এবং সাতাশতম দিনে সূর্যে গ্রহণ লাগবে, এখানে সাতাশতম লিখা হয়েছে আসলে আটাশতম হওয়া উচিত। এটি মূল পাঞ্জাবী পংক্তিগুলোর অনুবাদ। যাহোক, তিনি বলেন, ঘরে ঘরে এই নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইমাম মাহদীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। সেই দিনগুলোতে মৌলানা তাজ মুহাম্মদ সাহেব এবং আরো কয়েকজন বুযুর্গ পরস্পর পরামর্শ করেন এবং একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন যারা কাদিয়ানে গিয়ে মাহদী (আ.)-কে দেখবেন এবং প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে যেসব লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো পুরো হওয়ার বিষয়টি গভীর দৃষ্টিকোন থেকে যাচাই করে দেখবেন আর যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে তার হাতে বয়আত গ্রহণ করবেন। সেই প্রতিনিধি দলের জন্য যেসব ব্যক্তিবর্গ মনোনীত হন তারা হলেন, শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব, মিঞাঁ ছাহেব দ্বীন সাহেব এবং মিঞাঁ মুহাম্মদ ইয়ার সাহেব। এই প্রতিনিধি দল পায়ে হেঁটে কাদিয়ান যাত্রা করে। পথ খরচ হিসেবে এদের উভয়ের কাছে প্রচলিত মুদ্রায় শুধুমাত্র দেড় রূপি ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুধু দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, মিঞাঁ ছাহেব দ্বীন এবং শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব। যাহোক, বলা হয়, তাদের উভয়ের কাছে শুধু দেড় রূপি ছিল এবং মার্চ মাস ছিল আর ক্ষেতে গম পাকার মৌসুম ছিল। তারা দৈনিক দশ-বারো মাইল পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতেন। ক্ষুধা লাগলে কৃষকের পাকা গমের ক্ষেত থেকে গম নিয়ে ভুনে বা সিদ্ধ করে খেতেন আর এভাবেই দিন অতিবাহিত করতেন। কাছাকাছি কোন জনবসতি বা ঘর দেখলে সেখানে রাত অতিবাহিত করতেন। যাহোক, এভাবে শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করে প্রায় দেড় শতাধিক বা পোনে দুই শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এই দুই সাথী, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে এই তিন সাথী বাটালার কাছে পৌঁছলে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর শিষ্যদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তাদেরকে কাদিয়ানের পথ জিজ্ঞেস করা হয়। তারা কাদিয়ান যাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে চায়। উদ্দেশ্য জানার পর তার শিষ্যরা কাদিয়ান যেতে বারণ করে এবং বলে, যে ব্যক্তি মাহদী হওয়ার দাবী করেছে সে তো নাঊযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী কেননা, সে একটি নয় বরং সাতটি দাবী করে রেখেছে। তোমরা কোন কোন দাবীর ওপর ঈমান আনবে। তাই এখান থেকে ফিরে যাও।

একথা শুনে শেখ আমীরুদ্দীন সাহেব উত্তর দেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু খুবই সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দাবী করলেও তিনি সত্যবাদী। তার তো আরও দাবী করা বাকী আছে এবং তিনি নিজের জ্ঞান অনুসারে এই যুক্তি উপস্থাপন করেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমরা এখানে সাত জন আর আমি একা। তোমরা সবাই আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর বা কুস্তি কর। আমি যদি তোমাদের সবাইকে ধরাশায়ী করি তাহলে কি আমি একজন হলাম না সাত জন অর্থাৎ সাত জনের ওপর জয়যুক্ত হলাম। তিনি বলেন, যুগ ইমামকেতো সারা পৃথিবীর ধর্মের মোকাবিলা করতে হবে তাই তার আরও দাবী থেকে থাকবে। এটি শুনে তাদের সবাই নির্বাক হয়ে যায় এবং বলে, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও কিন্তু পথ বাতলে দেয়নি।

তিনি বলেন, আমরা কিছু দূর অগ্রসর হলাম। এক শিখের চায়ের দোকান ছিল। তিনি বিস্কুট এবং চা ইত্যাদি পরিবেশন করেন। শেখ সাহেব বাটালভী সাহেবের শিষ্যদের ঘটনা এবং তাদের আচার ব্যবহারের কথা শিখ সাহেবের কাছে উল্লেখ করেন, এতে তিনি আক্ষেপ করেন। সেই শিখ বলেন, আস আমি আপনাদের পথ বাতলে দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই কাদিয়ান যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলেন, মনে হয় তাঁর দাবী সত্য। এরপর আরও বলেন, আমরা মির্যা সাহেবকে জানি। এরপর সেই শিখ সাহেব অনেক দূর তাদের সাথে আসেন এবং সেই রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন যা সোজা কাদিয়ান যায়। তখন কাদিয়ান যাওয়ার কোন পাকা রাস্তা ছিল না। এই উভয় বন্ধু যখন কাদিয়ান পৌঁছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে মোবারকে উপবিষ্ট ছিলেন। একটি বৈঠক চলছিল। কয়েক জন অ-আহমদী আলেম এবং পীর সেই বৈঠকে বসেছিলেন যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাক্যালাপরত ছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। একই সাথে তিনি লেখার কাজেও ব্যস্ত ছিলেন। এটিও একটি নিদর্শন, একদিকে তিনি (আ.) লিখছেন এবং কলম চলছিল যেন অদৃশ্য স্থান থেকে কোন প্রবন্ধ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করছে এবং অপরদিকে বৈঠকে উপস্থিত লোকদের সাথে বাক্যালাপে রত কিন্তু এতে তার লেখায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে না।

এই সঙ্গীদের হুযূরের সাথে পরিচয় করানো হয়। শেখ সাহেব বলেন, হুযূর! আমরা লালিয়াঁ থেকে এসেছি। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, লালিয়াঁ কোথায়? অধিকাংশ মানুষ জেনে থাকবেন, যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি, লালিয়াঁ রাবওয়াহ্ থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম যা এখন শহরে রূপ নিয়েছে। যাহোক, তারা সেই সময় এখান থেকে গিয়েছিলেন। তখন বৈঠকে হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)ও বসেছিলেন যার সম্পর্ক ছিল ভেরা গ্রামের সাথে তাই তিনি লালিয়াঁ সম্পর্কে জানতেন। তিনি বললেন, হুযূর! লালিয়াঁ কাড়ানা এবং লাকবার এর পাশে অবস্থিত। তখন হুযূর বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লাক এবং লালী। যেহেতু লালী সংক্রান্ত পংক্তি তিনি (আ.) আগেই শুনেছিলেন তাই হয়তোবা স্মরণ হয়। হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) বলেন, হুযূর! এরা আমাদের প্রতিবেশী। যেহেতু শেখ সাহেব এবং ছাহেব দ্বীন সাহেব নিরক্ষর ছিলেন তাই তারাও পাঞ্জাবীতে বলেন, হ্যাঁ হুযূর! আমরা তার প্রতিবেশী। এরপর তারা সফরের পুরো বৃত্তান্ত এবং ঘটনাবলী হুযূরের সামনে উপস্থাপন করেন। হুযূর বাটালভী সাহেবের শিষ্যদের ঘটনা শুনে বলেন, দেখ এক নিরক্ষর ব্যক্তি কত সুন্দর উত্তর দিয়েছে। নির্বাক করে দিয়েছে। তাকে কে শিখিয়েছে? খোদা তা'লা স্বয়ং তাকে শিখিয়েছেন। হুযূর এই বাক্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। এরপর হুযূর তাদেরকে বলেন, আপনারা কিছুদিন আমাদের কাছে অবস্থান করুন। তিন দিন পর্যন্ত তারা হুযূরের সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, হুযূরের সাথে পদভ্রমণেও যেতেন। লালিয়াঁর আলেমরা যেসব নিদর্শনের কথা বলেছিলেন তারা তা খতিয়ে বা যাচাই করে দেখেন। স্বচখে সেসব নিদর্শন পূর্ণ হতে দেখেন।

অবশেষে ফিরে আসার পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হয়ে হুযূরকে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছান যা তিনি মাহদীকে পৌঁছানোর জন্য তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এরপর তারা বয়আতের অনুরোধ করেন। হুযূর বলেন, এখানে আমাদের সাথে আরো কিছুদিন অবস্থান করুন। একথা শুনে শেখ সাহেবের চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি নিজের পা সামনে এনে হুযূরকে দেখিয়ে বলেন, হুযূর! এত দীর্ঘ সফর করে আমাদের পা ফুলে গেছে। অনেক কষ্ট আমরা সহ্য করেছি আর আমরা আপনাকে সত্য মাহদী হিসেবে পেয়েছি। জানিন আয়ু পাব কি-না তাই আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন। এরপর মসজিদে মোবারকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে তারা বয়আত করেন।

আসাদুল্লাহ্ কোরাইশি সাহেব হযরত কাজী আকবর (রা.) সম্পর্কে লিখেন, হযরত কাজী সাহেব (রা.) আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন জেহলমী (রা.)-র সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি নিজ এলাকার ইমাম ছিলেন। এলাকার লোকদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পাঠদানের কাজে রত থাকতেন। এমন সময় আকাশে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশিত হয়। তিনি এ ঘটনার পূর্বেই অবহিত ছিলেন, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটে। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সুমহান নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর শিষ্য এবং বন্ধু-বান্ধবের মাঝে এটি নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। তার এক পৌত্র বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি মিঞাঁ মাঙ্গা সাহেবের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা কাজী সাহেবের কাছে পড়তাম। সেই সময় রমযানে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তখন কাজী সাহেব বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে, এখন আমাদের উচিত তাঁর সন্ধান করা। সেই সময় চারকোটের মানুষ বাজার করার জন্য জেহলম যেত। কাজী সাহেব জেহলম আগমনকারী লোকদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেন, হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করুন, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন তো প্রদর্শিত হয়েছে, এখন আপনি ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমাদেরকে পথের দিশা দিন। অতএব তারা হযরত মৌলভী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত মৌলভী সাহেব কয়েকটি বই এবং একটি পত্র কাজী সাহেবের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। পত্র এবং বই হস্তগত করার পূর্বেই তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে তিনটি গ্রন্থ দিয়েছে পড়ার জন্য। তার মধ্য থেকে প্রথম বইটি তিনি পড়ার উদ্দেশ্যে খুলেন, তা ছিল আবর্জনায় ভরা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। তাই তিনি সেই বই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি বাকি দু'টো বই দেখেন, তা থেকে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। হযরত মৌলভী বোরহান উদ্দীন সাহেবের প্রেরিত পুস্তক হস্তগত হওয়ার পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয়েছে, হযরত মৌলভী সাহেব (রা.)-র প্রেরিত বইগুলো প্রাপ্তির পর তার স্বপ্ন এভাবে পূর্ণ হয়, হযরত মৌলভী সাহেব তাকে যে বইগুলো পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর খন্ডনে লেখা হয়েছে। তিনি প্রথমে সেই বইটিই পড়তে আরম্ভ করেন। এই বইতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মর্মপীড়াদায়ক শব্দ দেখার পর তিনি তা পাঠ করা বন্ধ করে দেন এবং ছুঁড়ে ফেলেন। আর অন্য দু'টো বই এবং পত্র পাঠ করার পর সেগুলোকে হুবহু নিজের স্বপ্ন সম্মত দেখতে পান এবং অনুসন্ধানের অধিক প্রেরণা তার মাঝে সৃষ্টি হয়। তাই তিনি অনুসন্ধান বা গবেষণার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল কাদিয়ান প্রেরণ করেন। আর তাদের তিন জনই কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানে এটিও উল্লেখযোগ্য বিষয় যা অন্যান্য রেওয়ায়েতেও দেখা যায় যা সকল ক্ষেত্রে সবার সাথেই ঘটেছে। এই প্রতিনিধি দলও যখন বাটালায় পৌঁছে তখন মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী

তাদেরকে বাঁধা দেয়। কিছুটা আতিথেয়তাও করে এবং বলে, আপনারা অনর্থক বেশ কয়েক দিন পায়ে হেঁটে সফরের কষ্ট সহ্য করে কাদিয়ান যান। আপনারা যেহেতু দূর-দূরান্তের অধিবাসী তাই আপনারা সঠিক জ্ঞান রাখেন না। মির্যা সাহেবের পুরো কাজই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আপনারা ফিরে যান। মৌলভী সাহেব তাদেরকে শুধু এ কথাই বলেননি বরং শহরের বাহিরের কিনারা পর্যন্ত তাদের ছেড়ে যান। কিন্তু তার কাছ থেকে বিদায়ের পর এই তিনজনই ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে কাদিয়ান পৌঁছেন এবং সেখানে এসে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বয়আত করেন। এরপর কাজী সাহেব প্রথমে লিখিতভাবে বয়আত করেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এরপর হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দাদা কাজী মওলা বখ্শ সাহেব জলন্ধরের সুপরিচিত আহলে হাদীসের খতীব ছিলেন। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি তার এক খুতবায় রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের বিস্তারিত উল্লেখ করে সুস্পষ্ট করেন, এটি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণ। এখন আমাদের প্রতিশ্রুত ইমামের অপেক্ষায় থাকা উচিত, কখন এবং কোথা থেকে তিনি আবির্ভূত হন। এই খুতবার সুগভীর প্রভাব পড়ে। অতএব মোহতরম কাজী সাহেব অর্থাৎ কাজী মওলা বখ্শ সাহেব যিনি মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দাদা ছিলেন, তিনি যদিও নিজে সত্য গ্রহণের সুযোগ পাননি কিন্তু তার বড় পুত্র অর্থাৎ মওলানা আবুল আতা সাহেবের পিতা জনাব ইমামুদ্দীন সাহেব দাবীকারকের সংবাদ পান এবং কিছু অধ্যয়ন ও চিন্তা-ভাবনার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যায়ন এবং তাঁর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত গোলাম মুজতবা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০১ সনে হংকং-এ চাকুরিরত অবস্থায় দূর্‌রে সামীন আমার হস্তগত হয়। যেহেতু যুগ একজন সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল কেননা, যুগের আলেমদের মাঝে এমন মতভেদ বিরাজমান ছিল যে, প্রত্যেক সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তি এই মতভেদের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে একজন সংস্কারকের সন্ধানে ছিল। দূর্‌রে সামীন এর পঙ্কক্তি পড়ে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হন তাহলে তাঁর পরম সৌভাগ্য। নতুবা এই ব্যক্তি মিথ্যা বলতে গিয়ে পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে অর্থাৎ এত উন্নত মানের বই লিখেছে। সেই সময়েই ইযালায়ে আওহাম আমার চোখের সামনে আসে কিন্তু এটি জানা যায় নি, এই বইগুলো কে হংকং পৌঁছিয়েছে। আমি পুরো ইযালায়ে আওহাম বইটি পড়ে ফেলি এবং এরপর হংকং মসজিদের ইমামের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকি। হংকং মসজিদের ইমামের কাছে নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী সাহেবের কাসীদা ছিল ফার্সী ভাষায় যা পাঠে আমরা বুঝতে পারতাম, মাহদীর আবির্ভাবের যুগ সন্নিকটে বরং এটিই সেই যুগ। এছাড়া আমার মরহুম পিতা একজন আলেম ছিলেন। রমযান মাসে যখন সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয় তখন আমার পিতা বলেন, মাহদী (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেছে।

মওলানা ইবরাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি যারা পিতা-পুত্র ছিলেন মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব সংক্রান্ত সেই হাদীস যাতে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কথা রয়েছে তা সঠিক কি-না? মৌলভী সাহেব বলেন, হাদীস তো সঠিক কিন্তু মির্যা সাহেবের ফাঁদে পা দিবে না কেননা, তিনি এই হাদীসকে তাঁর দাবীর সত্যায়নে উপস্থাপন করেন। আর এই হাদীস ইমাম মাহদীর দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ নয় বরং জন্ম সংক্রান্ত। পিতা বলেন, মৌলভী সাহেব! আমি আপনাকে যেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি আপনি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। বাকি থাকল এ কথা যে, এটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়? তো এ সম্পর্কে আমার

নিবেদন হলো, আমার সারা জীবন মামলা-মোকদ্দমায় কেটেছে কিন্তু সরকার আমাকে কখনও সাক্ষী আনতে বলত না যতক্ষণ না আমি প্রথমে দাবী করতাম। মির্যা সাহেবেরও একই অবস্থা। তিনি তো পূর্বেই দাবী করে রেখেছেন আর এখন এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁর দাবীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এতে মৌলভী সাহেবের মুখ বন্ধ হয়ে যায় আর এই পিতা-পুত্র উভয়েই নিজ গ্রামে ফিরে যান। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সত্য গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। কাজেই, যুক্তি-প্রমাণও আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষনিকভাবে শিখিয়ে থাকেন।

সৈয়্যদ নযীর হোসেন শাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ লাগে তখন আমি আমার ঘরে ছিলাম। আমার পিতা বলছিলেন, এটি হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার নিদর্শন। আমার হৃদয়ে এ কথার সুগভীর প্রভাব পড়ে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাঁকে গ্রহণেরও সৌভাগ্য হয়।

সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব বলেন, সেই যুগে এই বাক্য সবার মুখে-মুখে ছিল যে, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ, আর এটি সেই যুগ যখন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করবেন এবং তাঁর পর হযরত ঈসা (আ.)ও আগমন করবেন। অতএব আমার মা এই মাহদী এবং ঈসার আগমনের কথা বড় আনন্দের সাথে বলতেন, সেই যুগ ঘনিয়ে আসছে আর একথাও বলতেন, চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ হওয়া মাহদীর যুগের জন্য অবধারিত ছিল আর সেই গ্রহণ হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পুরো পরিবারকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন।

হযরত মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব বলতেন, রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী 'দারে কুতনী' ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থসমূহে মাহদীর লক্ষণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালের মার্চে রমযান মাসে প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ হয়। একই রমযানে যখন সূর্য গ্রহণ হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে তখন উভয় ভাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সেই নিদর্শন দেখার এবং গ্রহণের নামায পড়ার মানসে শনিবার সন্ধ্যায় লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে প্রায় রাত ১১টায় বাটালায় পৌঁছেন। পরের দিন প্রত্যুষে গ্রহণ লাগার কথা ছিল। এই যুবকদের আগ্রহ দেখুন কত সুগভীর। ধূলিঝড় বইছিল, মেঘ গর্জন করছিল এবং বিদ্যুত চমকাচ্ছিল। বাতাস বিপরীতমুখি ছিল আর চোখে ধূলা পড়ছিল। পায়ে হেঁটে বাটালা থেকে তারা কাদিয়ান যাচ্ছিলেন। পা ফেলাই কঠিন ছিল বরং বিদ্যুত চমকালে তবেই রাস্তা দেখা যেত। সাথে তার স্বদেশি বন্ধু মৌলভী আব্দুল আলী সাহেবও ছিলেন। মোট তিন জন যাচ্ছিলেন। সাবাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, যাই হোকনা কেন রাতারাতি কাদিয়ান পৌঁছাব। আহমদীয়াত তারা পূর্বেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে গ্রহণের নামায পড়তে চাচ্ছিলেন। তাই তাদের তিনজনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরম বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আকাশ এবং পৃথিবীর সর্বশক্তিমান খোদা! আমরা তোমার বিনয়ী ও দুর্বল বান্দা। তোমার মসীহ্র যিয়ারতের জন্য যাচ্ছি আর আমরা পদব্রজে যাচ্ছি। প্রচন্ড শীত এখন তুমিই আমাদের প্রতি করুণা কর আর আমাদের জন্য পথ সহজ করে দাও। আর এই বিরোধী বা প্রতিকূল বাতাসকে দূরীভূত কর। তিনি বলেন, দোয়ার শেষ শব্দ মুখ থেকে বের হতেই বায়ুর গতিপথ বদলে যায় আর প্রতিকূল দিক থেকে আসার পরিবর্তে পিছন থেকে প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হলে তা সফরের জন্য সহায়ক হয়ে যায় অর্থাৎ এত দ্রুত বেগে পিছন থেকে বাতাস বইছিল যে, তাদের সফর সহজ হয়ে যায়। পথচলা সহজ হয়ে যায়। এমন মনে হচ্ছিল, আমরা বাতাসে ভর করে উড়ে যাচ্ছি। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা নহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যাই। সেখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নহরের পানির পাশে একটা ঘর ছিল। আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি। সেই দিনগুলোতে গুরুদাসপুর জেলার

অধিকাংশ রাস্তাঘাটে ডাকাতির ঘটনা ঘটতো। দিয়াশলাই জ্বালিয়ে আমরা দেখলাম, ঘর খালি ছিল এবং সেখানে দু'টো পাথর এবং একটি মোটা ইট পড়ে ছিল। আমরা প্রত্যেকে এক একটি মাথার নিচে রেখে মাটির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললে দেখতে পাই, তারকা দেখা যাচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল। মেঘ এবং ঝড়ের নাম গন্ধও ছিল না। অতএব আমরা পুনরায় সেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বসে সেহ্‌রী খাই। সকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কুসূফ বা গ্রহণের নামায় পড়ি। রমযান মাস ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব মসজিদ মোবারকের ছাদে এই নামায পড়িয়েছেন। প্রায় তিন ঘন্টা যাবৎ এই নামায জারী ছিল অর্থাৎ নামায এবং খুতবা। অনেক বন্ধু কাঁচে কালি লাগিয়ে গ্রহণ দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম দিকে কাঁচ দিয়ে সামান্য কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ হালকা গ্রহণ শুরু হয়েছিল। কেউ একজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, সূর্য গ্রহণ লেগেছে। তিনি (আ.) কাঁচের মাধ্যমে দেখেন, খুবই হালকা একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ তখন মাত্র গ্রহণ লাগা আরম্ভ হয়েছিল। হুযূর (আ.) বলেন, এই গ্রহণ তো আমরা দেখলাম কিন্তু এটি এত হালকা যে, তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে আর এভাবে এক সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত নিদর্শন সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। হুযূর (আ.) বেশ কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই সূর্যের ওপর গ্রহণের যে কালো ছায়া ছিল তা বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে এমনকি সূর্যের বেশিরভাগ অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। হুযূর বলেন, আজকে আমরা স্বপ্নে পেঁয়াজ দেখেছিলাম। এর ব্যাখ্যা দুঃখ হয়ে থাকে। তাই প্রথম দিকে ছায়া হালকা থাকার কারণে কিছুটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আনন্দ দিয়েছেন।

মৌলভী গোলাম রসূল সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনে যখন সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় তখন আমি লাহোরে মৌলভী হাফিয আব্দুল মান্নান সাহেবের কাছে তিরমিযী শরীফ পড়তাম। আলেমদের দুঃশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতি আমার হৃদয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও আলেমরা সাধারণ মানুষকে ছেলে ভোলানো নিশ্চয়তা দিচ্ছিল কিন্তু তারা ভেতরে ভেতরে চরম ভীত এবং ত্রস্ত ছিল, এই সত্য নিদর্শনের কারণে মানুষ খুব দ্রুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। সেই দিনগুলোতে হাফিয মুহাম্মদ লক্ষ্মুকে ওয়ালে সাহেব পিত্ত পাথরের অপারেশনের জন্য লাহোরে এসেছিলেন। আমিও তার কাছে যাই। সাধারণ মানুষ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই নিদর্শনের কথা আপনি আপনার বই আহওয়ালুল আখেরাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন আর দাবীকারক হযরত মির্যা সাহেবও বিদ্যমান রয়েছেন এবং এই নিদর্শনকে তাঁর সত্যতার নিদর্শন আখ্যা দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে আপনার অবস্থান কী? তিনি বলেন, আমি অসুস্থ্য এবং খুবই দুর্বল। আরোগ্য লাভের পর কিছু বলতে পারব। অবশ্য আমি আমার ছেলে আব্দুর রহমান মহিউদ্দীনকে হযরত মির্যা সাহেবের বিরোধিতা করতে বারণ করছি, খোদা তা'লার রহস্য বড়ই বিস্ময়কর হয়ে থাকে। যাহোক, তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি বরং স্বল্পকালের মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করেন। লেখক বলছেন, এসব কথা শুনে যদিও আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাই কিন্তু হাদীসের জ্ঞানে উৎকর্ষতা লাভের জন্য অমৃতসর চলে যাই। সেখানে দুই তিন বছর অবস্থান করে হাদীসের দওরা শেষ করার পর দারুল আমান অর্থাৎ কাদিয়ানে এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করি।

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেব বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সনে রমযান মুবারকে শেষ যুগের মাহ্‌দীর আবির্ভাবের কালজয়ী নিদর্শন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ পূর্ণ হয়। সেই দৃশ্য আজও আমার

চোখের সামনে ভাসছে। আর সেই শব্দ এখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয় যা আমাদের প্রধান শিক্ষক মৌলভী জামাল উদ্দীন সাহেব এই লক্ষণ পূর্ণ হওয়ার পর মাদ্রসার কক্ষে পুরো ক্লাসের সামনে বলেছিলেন, এখন শেষ যুগের মাহ্দীর সন্ধান করা উচিত। তিনি অবশ্যই কোন গুহায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁর আবির্ভাবের সুমহান লক্ষণ আজ পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমিও সেই ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম এবং সেই কক্ষ, সেই স্থান, ছেলেদের সেই বৈঠক আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই আরামকেদারা যাতে বসে মৌলভী সাহেব এই কথা বলেছিলেন, সেই টেবিল যাতে করাঘাত করে তিনি ছেলেদেরকে এই সংবাদ শুনিয়েছিলেন। আমরা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এ কথার স্বাক্ষ্য দিব, উপরোক্ত মৌলভী সাহেবের কাছে এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই নিদর্শনের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং শেষ যুগের মাহ্দীকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত ও হতভাগাই রয়ে গেছেন। তিনি বলেন, মাহ্দীয়ে আখেরুয্ যামান বা 'শেষ যুগের মাহদী' এই শব্দগুলো সম্পর্কে আমার কান তখনও অপরিচিত বা অনবহিত ছিল। এই কথা ভাই আব্দুর রহমান সাহেব বলছেন। তাঁর কোন গুহায় জন্মগ্রহণ করা এবং তাঁর আবির্ভাবের বড় লক্ষণ এই শব্দ দু'টি আমার জন্য আরও আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। আমি মাধ্যমিকে পড়ছিলাম। আমার ভেতর অনুসন্ধিৎসা জাগে। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং লজ্জা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অবশেষে নিজ সহপাঠীদের কাছে এই প্রহেলিকার সমাধান চাইলাম। তারা প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণা অনুসারে আমাকে পুরো কাহিনী শুনায়। এসব কাহিনী শুনে আমার হৃদয়ে যেই ধারণা জেগেছে এবং যা আমার আধ্যাত্মিকতা আরও বৃদ্ধি করেছে তা হলো, অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের চিন্তাধারা কত ঊর্বর দেখুন! তিনি বলেন, প্রথমত তেরশত বছর পূর্বে এক ঘটনার সংবাদ দেয়া যা শত্রু-মিত্র সবার মাঝে সুবিদিত এবং যথা সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করা।

দ্বিতীয় কথা যা মাথায় আসে তাহলো, সেই ঘটনা মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ফসল নয় বরং আকাশে সেই ঘটনা ঘটেছে যা মানুষের নাগালের বাইরে। আর এতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপের সুযোগও নেই। তৃতীয় কথা যা মাথায় আসে তাহলো, শেষ যুগের মাহদীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর অবিশ্বাসকে নিশ্চিহ্ন করা, ইসলামকে উন্নীত করা, ইসলামী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করা এবং মুসলমানদের বিজয়ের চিন্তাধারা মাথায় আসে। চতুর্থ কথা হলো দোয়া এবং এর বাস্তবতা। আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করা ও কবুল করা কেননা, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওলীরা শেষ যুগের মাহদীর জন্য দোয়া করে আসছেন আর অবশেষে তা গৃহীত হয়েছে। পঞ্চম কথা হলো, এ বিষয়গুলো ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর ইসলামই এমন একটি ধর্ম যা খোদা তা'লা কাছে প্রিয় এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম।

তিনি বলেন, এই পাঁচ দফা বিষয়াদি এর অনুষঙ্গ ও খুঁটিনাটিসহ আমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। আর এই ঘটনা আমার ঈমানকে উন্নত ও সতেজ করে এবং আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করে। আর আমিও শেষ যুগের মাহদীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যাই। তাঁকে পাওয়ার জন্য আমার দোয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। আমি রাতেও জেগে থাকতাম আর দিনের বেলাতেও উৎকণ্ঠিত থাকতাম। আর শেষ যুগের মাহদীর সন্ধানের ধারণা অনেক সময় হৃদয়ের ওপর এমনভাবে ছেয়ে যেত যে, অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও আমি অনেক সময় উন্মাদের ন্যায় জনমানবশূন্য ভয়াবহ অঞ্চলে চলে যেতাম এবং উদাত্তকণ্ঠে এমনকি অনেক সময় কেঁদে-কেঁদেও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেই পবিত্র সত্তাকে পাওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি করতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেন এবং তিনি সত্য গ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া আরও অনেক ঘটনা রয়েছে।

এরপর হযরত শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেব নামে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন যিনি ১৮৫৮ সনে জলন্ধরের ইসকান্দারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সম্মান লাভ করেন। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখতেন কিন্তু আন্তরিক প্রশান্তি ছিল না। মসজিদে আলেমদের কাছে শেষ যুগের অবস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রসিদ্ধ বই আহওয়ালুল আখেরা যখন শুনতেন তখন তার হৃদয় স্বাক্ষ্য দিত, আগমনকারীর সময় তো এটিই মনে হচ্ছে কিন্তু ইমাম মাহ্দী কেন আবির্ভূত হচ্ছেন না? অনুরূপভাবে একদিন তিনি একটি মসজিদে নামায পড়ছিলেন। এক মৌলভী অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মাঝে নিজের উরুতে হাত মেরে মেরে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলছিলেন, এখন তো মানুষ মির্যা সাহেবকে মেনে নিবে, কেননা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গ্রহণ লেগে গেছে। তার কানে অর্থাৎ মৌলভী শেখ নাসিরুদ্দীন সাহেবের কানে এই আওয়াজ আসলে তার দুঃশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়, মৌলভী সাহেব এটি কী বলছেন? যদি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে তো এটি আনন্দের বিষয়। অতএব তিনি বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া আরম্ভ করেন, হে সম্মানিত প্রভু! তুমিই আমায় পথ দেখাও। আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়েছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি অনেক বড় বিপদ বা আপদ তার ওপর আক্রমন করে কিন্তু তিনি বন্দুক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেন এবং সেটি ধুম্রের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর তিনি এক উঁচু জায়গায় মসজিদে বা-জামাত নামাযে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এই স্বপ্ন এক মৌলভীর সামনে বর্ণনা করেন। সেই মৌলভী সাহেব এর তা'বীর করেন, আপনি শয়তানের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবেন এবং এক পুণ্যবান জামাতে যোগ দিবেন। সেই দিনগুলোতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর সংবাদ পান এবং কাদিয়ান পৌঁছে স্বপ্নে দেখা পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে বিনা বাক্য ব্যয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। এভাবে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং মৌলভীর সেসব কথা তার পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন আর বর্তমান সময়ের মুসলমানদেরকেও যুগ ইমামের বিরোধিতার পরিবর্তে তাঁকে মানার বা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। এটি জার্মানীর নাঈম আহমদ বাজওয়া সাহেবের পুত্র জনাব আহমদ ইয়াহিয়া বাজওয়া সাহেবের জানাযা। তিনি জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ছিলেন। তিনি গত ১১ই মার্চ ২০১৫ তারিখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি প্রথমে জামেয়ায় ভর্তি হন কিন্তু অসুস্থতার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে চলে যান। দু'বছর পর পুনরায় জামেয়ার ভর্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তাই বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাকে জামেয়ায় ভর্তি করে নেয়া হয়। বর্তমানে রাবেয়ায় পড়ছিলেন এবং খুবই কুশলী, বিনয়ী ও সত্যিকার ওয়াক্‌ফের চেতনায় সমৃদ্ধ ছাত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বড় প্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার নিজ সঙ্গী-সাথীদের বুঝানোর রীতি অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। তার অধিকাংশ সহপাঠী নতুন ও পুরাতন যারা ছিলেন তাদের সবার পত্র আমার কাছে এসেছে। সবাই তার প্রশংসা করেছেন। সবার পত্রে অভিন্ন যেকথাটি ছিল তাহলো, অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কখনও কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। কেউ ঝগড়া করলে তাদের বুঝাতেন, সংশোধনের চেষ্টা করতেন। বরং তার প্রচেষ্টায়, জামেয়ার একজন স্টাফ-মেম্বার যিনি শিক্ষক নন বরং অন্য এক সাধারণ কর্মচারীর সিগারেট পান করার অভ্যাস ছিল, তিনি এমনভাবে তার সাথে কথা বলেন যে, তিনি তখনই সিগারেট পান করা

পরিহার করেন। তিনি বড় স্নেহ এবং ভালবাসার সাথে বুঝাতেন এবং সবার সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, করুণা ও ক্ষমার চাঁদরে আবৃত রাখুন। যেমনটি আমি বলেছি, আমি ইনশাআল্লাহ্ তার গায়েবানা জানাযা পড়াব ।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।